গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

মার্চ/২০১৫ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মনসুর আলী সিকদার এনডিসি
ভারপ্রাপ্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ২৫.০৩.২০১৫ খ্রিঃ
সময় : সকাল ১২.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৮ম তলা), রেল ভবন, ঢাকা।

০২। উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। এরপর গত ১২.০২.২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় তা দৃঢ়করণ করা হয়। অত:পর সভাপতি আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের অনুরোধ জানালে উপ-সচিব (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।

০৪। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) ভূমি সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

৪.১। বিমানবন্দর এলাকায় আজমপুর রেলগেইট সংলগ্ন স্থানে বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রমের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ দ্রুত ভ্যাকেট করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ।

আলোচনাঃ
ডিজি, বিআর জানান যে,

(১) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইনের দুই পাশের অবৈধ স্হাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা অব্যাহত আছে।

(২) উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত রেলভূমি রেল ফেন্সিং ও বৃক্ষ রোপণ করে ডিইএন/১/ঢাকা কর্তৃক সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে/হচ্ছে। খিলগাঁও রেল গেইট হতে মহাখালী রেল গেইট পর্যন্ড় উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত রেলভূমি পুনরায় যাতে অবৈধ দখল না হয় সে জন্য ৭০ জন আনসার নিয়োগ করা হয়েছে, উক্ত নিয়োগের মেয়াদ ৩০-০৬-২০১৫ তারিখ শেষ হবে। দায়িত্বরত আনসারদের আবাসনের ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

(৩) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে বিগত মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর রেল লাইনের দুই পাশে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

(২) আনসার নিয়োগের মাধ্যমে পাহারার ব্যবস্থা করে উচ্ছেদকৃত জায়গায় পুনরায় অবৈধ দখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। অবৈধ দখলপ্রবণ এলাকায় কাঁটাতার কিংবা সীমানা প্রাচীর নির্মাণের মাধ্যমে দখলমুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে। দায়িত্বরত আনসারদের অস্থায়ী আবাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দ্রুত নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তীমাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে /কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। জিএম (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। ডিআইজি, রেলওয়ে পুলিশ।
৬। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।

৪.২। বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, পূর্ববর্তী মাস হতে আগত মাসের অনিষ্পন্ন সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা মোট ১৬০টি। ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ মাসে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে নতুন কোন মামলা দায়ের হয়নি এবং এ মাসে ৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে এ পর্যন্ড় দায়েরকৃত মোট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ২৪২টি। মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৮৯টি। মোট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৫৩টি। ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ মাসে আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ২,৫৩,৮৬১/- টাকা তন্মধ্যে পূর্বাঞ্চলে আদায় ৭১,৮৬১/- এবং পশ্চিমাঞ্চলে ১,৮২,০০০/- টাকা। উভয় অঞ্চলে মোট দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ১১,৩৮,০৩,৩০৮/- টাকা। মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ=১০,৩৯,৭৫,৫১৩/- টাকা।

ডিজি, বিআর জানান যে, (১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্র"ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সিইও (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উভয় অঞ্চলের সার্টিফিকেট মামলা দ্র"ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাচারী ভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করা সহ প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়ের করার জন্য সিইও (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(২) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম) ও সিইও (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে গত ১০.০৩.২০১৫ তারিখে জিএম (পূর্ব) এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ১৫.০৩.২০১৫ তারিখে জিএম (পশ্চিম) এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৪) দি বাংলাদেশ রেলওয়ে ম্যান্স স্টোর লিঃ এর নির্মাণ কাজ, পজেশন বিক্রি এবং দখল হস্ড়ান্ড়রের কার্যক্রমের বির"দ্ধে রীট পিটিশন নং ৭৭৭৫/২০১০ চলমান আছে। উক্ত রিটপিটিশন এর ব্যাপারে মহামান্য হাই কোর্ট বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক গত ১৩-১-২০১৫ তারিখে ৬ (ছয়) মাসের জন্য নির্মাণ কাজসমূহের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

আন্ড়জেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুমশুভপুর বাস মালিক সমিতি এর অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের বিষয়ে সিইও (পূর্ব) কর্তৃক গত ০৮-০৫-২০১৩ তারিখে জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম কে পৃথকভাবে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে ফলো-আপ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সিইও (পূর্ব) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সভাপতি এ বিষয়ে নিয়মিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে।

(২) পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের বিগত ০৬ মাসের আদায় মাসওয়ারী ছকে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(৩) জিএম (পূর্ব/পশ্চিম) এর সভাপতিত্বে সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সকলকে নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ সংক্রান্ত ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতিমাসে সভা আয়োজন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। দেওয়ানী মামলায় রেলের পক্ষে রায় হওয়া জমি যথাসময়ে দখলে নিতে হবে।

(৪) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) নিয়মিত সভা করে জমিসংক্রান্ত মামলাসমূহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৪) দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ, আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুম শুভপুর বাসমালিক সমিতি এর অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ফলো-আপ প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৩। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংশোধনী নীতিমালা প্রণয়ন।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত খসড়া নীতিমালাটি গঠিত কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত রয়েছে। গত মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের পর উক্ত কমিটির সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে আগামী ৩১.০৩.২০১৫ তারিখে পুনরায় সভা আহবান করা হয়েছে। নীতিমালাটি দ্রুত চূড়ান্ত করা হবে।

ডিজি,বিআর হতে জানানো হযেছে যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্হাপনা সংক্রান্ড় খসড়া নীতিমালা চুড়ান্ড় করে ১৪.১২.২০০৮ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রণীত রেলভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা পরীক্ষান্ড়ে চুড়ান্ড় করণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির আহ্বায়ক অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৮-০৩-২০১৫ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

কমিটি ৩১/৩/২০১৫ তারিখের মধ্যে সভা করবে এবং আগামী ০৭/৪/২০১৫ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত খসড়া নীতিমালাটি চূড়ান্ত করে দাখিল করবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। অতিরিক্ত-সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। যুগ্ম-সচিব (আইন/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।
৫। পরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৪। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব(ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, ভূমি উন্নয়নকর পরিশোধের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে উভয় অঞ্চলে ৭.০০ কোটি টাকা করে মোট ১৪.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তবে রেলওয়ে এ্যাক্টসহ অন্যান্য এ্যাক্ট ও কোড এর উদ্ধৃতি দিয়ে রেলভূমির ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর মওকুফের বিষয়ে মাননীয় রেলপথ মন্ত্রীর স্বাক্ষরে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর নিকট ডি.ও পত্র ১৯.০১.২০১৫ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।

ডিজি, বিআর জানান যে, ২০০৫ হতে হালসন পর্যন্ড় বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে দাবীকৃত ভূমি উন্নয়ন কর সর্বমোট ৪৭,৫৯,২৫,৭৬৬.৫০ টাকা বকেয়া আছে। ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে চলতি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে উভয় অঞ্চলে ৭.০০ কোটি টাকা করে সর্বমোট ১৪.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।
সভাপতি মহোদয় ভূমি উন্নয়ন কর দুই জোনে ১০ কোটি করে ২০ কোটি টাকা বাজেট বৃদ্ধি করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) রেলভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর মওকুফের জন্য যে ডি ও পত্র প্রেরণ করা হয়েছে তা follow-up করতে হবে।

(২) ভূমি সংস্কার বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রেরণ পূর্বক যাচাই-বাছাই করে সঠিক দাবি নির্ধারণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে প্রকৃত দাবি নির্ধারণ করতে হবে।

(৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া বকেয়া ভূমি উন্নয়ন করের ক্ষেত্রে Book adjustment এর উদ্যোগ নিতে হবে।

(৪) রেল লাইনের ভূমি নন-ট্যাক্স হিসাবে গণ্য করার বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কাযক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৫। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি আধুনিক পদ্ধতিতে সার্ভে করে Land Use Plan প্রণয়ন সংক্রান্ত।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, শেলটেক কনসালটেন্ট (প্রা:) লিঃ কর্তৃক Land Survey and Preparation of Land use plan তৈরীর প্রকল্পের মেয়াদ সর্বশেষ বারের মত ৩১-১২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ড় বৃদ্ধি করা হয়। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে এর দপ্তর হতে ৩১.০১.২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে আরও ৬ মাস প্রকল্পের সময় বৃদ্ধির বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট কতিপয় তথ্যাদি চাওয়া হয়েছে।

ডিজি,বিআর জানান যে, (১) বিস্ড়ারিত বর্ণনাপূর্বক কাজটি সার্বিকভাবে সম্পন্নের স্বার্থে আগামী ৩০-৬-২০১৫ পর্যন্ড় প্রকল্পের মেয়াদ বর্ধিত করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুরোধ করা হয়েছে। উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে সময়সীমা ৩০-৬-২০১৫ পর্যন্ড় বর্ধিত করার জন্য এ দপ্তরের ৩১-০১-২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে পত্র লেখা হয়। তদপ্রেক্ষিতে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ১০-০৩-২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের আবেদন বিবেচনা করতঃ চুক্তিপত্রের মেয়াদ ৩০-৬-২০১৫ পর্যন্ড় বর্ধিত করার পূর্বে কতিপয় তথ্যাদি প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। যা শীঘ্রই রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হবে। এ প্রকল্পের হালনাগাদ অগ্রগতি নিম্নরূপ

(ক) এলএ প- ্যান সংগ্রহ ৯৮%
(খ) মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ ৯৬%
(গ) খতিয়ান সংগ্রহ ৬৬%
(ঘ) গেজেট নোটিফিকেশন সংগ্রহ ৫৮%

(২) পূর্বাঞ্চলের সমাপ্তকৃত কাজের বিষয়ে চুড়ান্ড় Power Point Presentation এর ব্যবস্হা গ্রহণ এবং দ্রুত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন প্রদান করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে ১৭-১২-২০১৪ তারিখে পত্র লেখা হয়েছে।

সভাপতি মহোদয় ৩০ শে জুন/২০১৫ তারিখের মধ্যে Land Use Plan প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ শেষ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি আধুনিক পদ্ধতিতে সার্ভে করে Land Use Plan প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) পূর্বাঞ্চলের দাখিলকৃত ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট কাজের বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রদান করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত/ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট) ।

৪.৬। ঢাকা বিমান বন্দর এলাকার ভূমি নিয়ে বিরোধ।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিরোধীয় ভূমিতে র‌্যাব এর হেড কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য ৮.৫৬ একর রেলভূমি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দ প্রদান করায় একই স্থানে ঢাকা-টঙ্গী ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন নির্মাণ এবং বিমানের জন্য জেট এয়ার ফুয়েল পরিবহণের জন্য সাইডিং লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান না হওয়ার বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ইতোপূর্বে উভয় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব এঁর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। প্রতিবেদনটির সুপারিশ অনুযায়ী সর্বনিম্ন পরিমাণ ভূমির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নতুন করে নক্সা প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ডিজি, বিআরকে অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত দপ্তর হতে ১টি প্রস্তাব ১৮.০৩.২০১৫ তারিখ পাওয়া গেছে, যা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

ডিজি, বিআর জানান যে,

(১) বর্ণিত রেলভূমি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল করতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ডিইও(ঢাকা) কে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(২) আন্ড়ঃমন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুসারে ঢাকা-টংগী সেকশনের ৩য় ও ৪র্থ রেল লাইন নির্মাণসহ ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশন ইয়ার্ড রি-মডেলিং ও জেড ফুয়েল সাইডিং লাইন এবং আনুষাঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণের লক্ষ্যে সংশোধিত

নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। জমি বিষয়ক সম্পূর্ণ জটিলতা নিরসন না হওয়া পর্যন্ড় আপাততঃ প্রয়োজনীয় ৮.৩৬ একর ভূমি বাংলাদেশ রেলওয়ে বরাবরে হস্ড়ান্ড়রের ব্যবস্থা গ্রহেণের জন্য সচিব বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে পত্র লেখার জন্য এ দপ্তরের ১৪-৩-২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বর্ণিত রেলওয়ের ভূমি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল না করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

(২) ডিজি,বিআর থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাব মোতাবেক রেলভূমি হস্তান্তরের জন্য বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে পত্র দিতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।

(খ) সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

৪.৭। বাংলাদেশ রেলওয়ের শূন্য পদে লোক নিয়োগ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, হাইকোর্ট বিভাগে বাংলাদেশ রেলওয়ের মামলাসমূহ দ্র“ত নিষ্পত্তির জন্য আলাদা বিশেষ বেঞ্চ স্থাপনের বিষয়টি রেলপথ মন্ত্রণালয় সংশি- ষ্ট। পত্র ৫৪.০১.২৬০০.০০৬. ১১.০২২.১০-২৮৮ তারিখ ঃ ১০-০৭-২০১৪ এর মাধ্যমে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রস্ড়াব প্রেরণ করা হয়েছে।
যে সমস্ড় পদে নিয়োগ কার্যক্রম এখনও বাকি আছে তা দ্র“ত সম্পন্ন করে পরিপালন প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ড় করার জন্যও উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে পরার্মশ দেওয়া হয়েছে। নবনিয়োগকৃত কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ড় তথ্য পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে কি কি পদে কেন নিয়োগ দিতে পারছেনা তা মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

(২) নিয়োগ সংক্রান্ত চলমান মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতঃ নিয়োগ সম্পাদন করতে হবে।

(৩) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।

(৪) নব নিয়োগকৃত কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.৮। মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ৭১টি পদ সৃজনের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। আইসিটি সেলের ১১টি পদ সৃজনের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। যুগ্ম-সচিব, উপ-সচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিব এর ১৬টি পদ সৃজনের কার্যক্রম অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং সহায়ক ২য় শ্রেণির ১৬টি, ৩য় শ্রেণির ১০টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১৭টি অর্থাৎ মোট ৪৩টি পদ সৃজনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হলে ৩৭টি পদের সম্মতি পাওয়া গেছে। পদগুলির বেতন স্কেল যাচাইয়ের জন্য অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নতুন ৭১টি পদ সৃজনের জন্য দ্রুত অনুমোদনের বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং যেহেতু বিষয়টি বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে সেহেতু এর পরবর্তী প্রক্রিয়ার (সচিব কমিটি) জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.৯। নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১২-০৩-২০১৫ তারিখের পত্রে জানানো হয়েছে যে, বিধি অনুবিভাগের ২০.০৯.২০১৪ তারিখের পত্রানুযায়ী প্রস্তাব প্রেরণ না করায় বাংলাদেশ রেলওয়ে (ক্যাডার বহির্ভুত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ প্রস্তাবটি প্রক্রিয়া করা সম্ভব হচ্ছে না। বিষয়টি নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে নন-গেজেটেড কর্মচারীদের খসড়া নিয়োগবিধির বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জবাব দ্রুত প্রস্তুত করে প্রেরণ করতে হবে এবং নিয়মিত MOPA এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।

৪.১০। ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্‌স প্রণয়ন, নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নিমিত্ত নথিতে উপস্থাপন করা হলে তা অনুমেদিত হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্যাদি ২৪-০৩-২০১৫ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্‌স ও নিয়োগ বিধি অনুমোদনের জন্য উপ সচিব (প্রশাসন) বিষয়টি মনিটরিং করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। উপ-সচিব(প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। উপ-পরিচালক/ই-১, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.১১। বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি।

আলোচনাঃ

উপ-সচিব (অডিট) জানান যে, ফেব্রুয়ারি/২০১৫ পর্যন্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪,৪৬৯টি। ফেব্রুয়ারি/২০১৫ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে ১০টি। ফেব্রুয়ারি/২০১৫ পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা-১৪,৪৫৯টি এর মধ্যে সাধারণ অনিষ্পন্ন-১২,৯৮৭টি, অগ্রিম অনিষ্পন্ন - ৮৮০টি, খসড়া অনিষ্পন্ন- ৫৯২টি, নিষ্পত্তিকৃত- ১০টি, নতুন আপত্তির সংখ্যা- ০১টি। অডিট আপত্তিগুলি নিষ্পত্তির জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে প্রতিমাসে ২টি করে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এতে ভাল ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে।

অন্যদিকে বিভিন্ন সময়ে গঠিত জাতীয় সংসদের পি.এ কমিটির বিভিন্ন বৈঠকের আলোচিত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকৃত আপত্তির সংখ্যা- ১৫৯টি; সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি জানানোর জন্য মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়েকে পত্র দেওয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ যথাসময়ে জবাব প্রদানপূর্বক অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম) কে প্রতি মাসে অন্ততঃ দু'বার নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমেও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করতে হবে।

(৫) বিভিন্ন সময়ে গঠিত জাতীয় সংসদের পি.এ কমিটিতে আলোচিত ও সিদ্ধান্ত গৃহীত ১৫৯টি অডিট আপত্তি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে জবাব/প্রতিবেদন আগামী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়েকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১২। বাংলাদেশ রেলওয়ের পেনশন কেস নিষ্পত্তি।

আলোচনাঃ

উপ-সচিব (অডিট) জানান যে, ডিসেম্বর/১৪ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর "খ" এর ৪.১২(২) নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দীর্ঘদিন পেন্ডিং থাকা ০৩(তিন)টি পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য ডিজি,বিআরকে অনুরোধ করা হয়েছে।

ডিজি, বিআর জানান যে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিএম(পূর্ব ওপশ্চিম)কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পেনশন কেস দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের জানুয়ারি/২০১৫ মাসের জের ০৩টি। ফেব্রুয়ারি/২০১৫ মাসের নতুন কেস ০৪টি এবং নিষ্পত্তি শূন্য টি । ফেব্রুয়ারি/২০১৫ জের ০৭টি।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেনশন কেস প্রেরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি নেই এমন সার্টিফিকেট সংগ্রহপূর্বক পেনশন মঞ্জুর সম্পর্কে অফিস প্রধানের সুস্পষ্ট মন্তব্যসহ যথাযথভাবে পেনশন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(২) পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া অডিট আপত্তির কারণে দীর্ঘদিন ধরে পেন্ডিং থাকা ০৩টি (তিন) পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) ডিজি, বিআর এর দপ্তর হতে পেনশন কেসসমূহ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৩। বিভাগীয় মামলা।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলমান আছে। পূর্ব মাস হতে আগত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা হচ্ছে ৩৮টি, চলতি মাসে কোন বিভাগীয় মামলা রুজু হয়নি। চলতি মাসে কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। ৬ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা হচ্ছে ৩৭টি, ৩ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলা ০১টি, অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার মোট সংখ্যা ৩৮টি, তদন্তাধীন মামলার সংখ্যা ৩৭টি।

এ ছাড়া ডিজি, বিআর জানান যে, বিভাগীয় মামলার গুণগতমান বজায় রেখে দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। জানুয়ারি/২০১৫ মাসের জের ২৮৩ টি, ফেব্রুয়ারি/২০১৫ মাসে নতুন মামলা হয়েছে ৩৯টি, নিষ্পত্তি হয়েছে ৪২টি। ফেব্রুয়ারি/২০১৫ মাসের জের ২৮০টি । যে সকল বিভাগীয় মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশিণ্টষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) যে সকল মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৪। পরিদর্শন।

আলোচনাঃ

গত ০৯.০২.২০১৫ তারিখে উপ-সচিব (অডিট) শাখা পরিদর্শন করেছেন। এছাড়া সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা) ২৩-০৩-২০১৫ তারিখে শৃঙ্খলা শাখা পরিদর্শন করেন।

ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, গত ১৩-৩-২০১৪ তারিখে যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল), পরিচালক (প্রকৌশল) এবং উপ-পরিচালক (ভূ-সম্পত্তি) কর্তৃক যৌথভাবে ভূ-সম্পত্তি শাখা পরিদর্শন করা হয়েছে এবং একটি প্রতিবেদন পরিচালক (প্রকৌশল) এর স্বাক্ষরে দাখিল করা হয়েছে।

এছাড়া সভাপতি সবাইকে নিয়মিত শাখা পরিদর্শন করার জন্য নির্দেশ দেন। বিশেষ করে পরিদর্শনকালে পেন্ডিং কেসগুলোর বিষয়ে নজর দিতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) 'সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪' মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন ।

(২) সংস্থার প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানগণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী নিজ নিজ অফিস পরিদর্শনসহ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন এবং পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা।
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।

৪.১৫। ওয়েব সাইট তৈরি ও ইন্টারনেট সংযোগ।

আলোচনাঃ

মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার জানান যে,

(১) মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করা হয়।

(২) All Cadre PMIS এ রেজিস্ট্রেশনকৃত কর্মকর্তার সংখ্যা ১২৫ জন এবং ২২০ জন কর্মকর্তা PDS মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে।

(৩) অত্র মন্ত্রণালয়ের e-filing system চালু করণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে অত্র মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/অধিশাখা/দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া রেলপথ মন্ত্রণালয়ের e-filing system চালু করণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সফ্টওয়ার সরবরাহ এবং সংশিণ্টষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে,

(১) ওয়েবসাইট আপডেট একটি চলমান প্রক্রিয়া। নিজস্ব জনবল দ্বারা বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েব সাইটের বিভিন্ন মেনুতে হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি চলমান।

(২) এডিবি'র অর্থায়নে রিফর্ম প্রকল্পের আওতায় রেলভবনে wifi System স্থাপনের নিমিত্ত গত ১৫-৯-২০১৪ তারিখে পিডি/রিফর্ম অফিস কর্তৃক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং Wifi Zone স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

(৩) টিকেট কালোবাজারি এবং ইন্টারনেট এ টিকেট ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ সমাধানে বাংলাদেশ রেলওয়ের সুপারিশ প্রদান সংক্রান্ড় প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।

(৪) বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্যাডার কর্মকর্তাদের মধ্য হতে অদ্যাবধি ২৩৫ জন কর্মকর্তার পিডিএস রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েব সাইটে All cadre **PIMS** অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করার নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটের সাথে Link করা আছে।

(৫) বাংলাদেশ রেলওয়ের ইনোভেশন কর্মকর্তা হিসেবে অতিরিক্ত সিএসটিই/টেলিকম e-filing system এর ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের A2I সংশিণ্টষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন । e-filing system এর প্রয়াজনীয় Software, A2I কর্তৃক প্রস্তুত হলেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের তত্ত্বধানে বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে মনোনিত ২ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশ রেলওয়েতে e-filing system চালুর উদ্যোগ নেয়া হবে।

সভাপতি মহোদয় বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে যে সকল কর্মকর্তা PMIS রেজিস্ট্রেশন করেননি তাদেরকে জর"রী ভিত্তিতে PMIS রেজিস্ট্রেশন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) মন্ত্রণালয় ও রেলওয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করতে হবে।

(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) রেলভবনে Wifi Zone স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৩) রেলওয়ের সকল ক্যাডার কর্মকর্তা আবশ্যিকভাবে আগামী ০৭ দিনের মধ্যে All Cadre PMIS এ রেজিস্ট্রেশন করবেন এবং PDS মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

(৪) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়েতে e- filing system চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(৫) বাংলাদেশ রেলওয়ে এর সমস্ত ক্রয় প্রক্রিয়াতে E-Tendering ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে যা ইতিপুর্বে বাংলাদেশ রেলওয়েকে অবহিত করা হয়েছে।

(৬) Station এ না যেয়ে Online থেকে টিকেট download করার ব্যবস্থা দ্রুত শুরু করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো/অপারেশন/রোলিং স্টক/অর্থ/এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৬। জিআরপি এর কার্যক্রম।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, অস্ত্র চোরাচালান বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যেই ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকা **এবং** চীফ কমানড্যান্ট (পূর্ব) ও (পশ্চিম) কে পত্র দ্বারা অনুরোধ জানানো হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকা এবং চীফ কমানড্যান্ট (পূর্ব) ও (পশ্চিম) জানান যে, সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে চলাচলকারী ট্রেনসমূহে জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনার জন্য সংশিণ্টষ্ট জেলার চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সের সভাপতি (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) ও অন্যান্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অনুরোধ করা হয়েছে। রেলপথ দিয়ে যাতে অবৈধ অস্ত্র ও চোরাচালানী পণ্য পরিবাহিত হতে না পারে সে জন্য রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী'র সদস্যগণকে ইয়ার্ড এবং স্টেশনের দায়িত্ব পালনের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যগণ যাত্রীবাহী ট্রেনের জিআরপি'র সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসার ও প্রহরীদের সহায়তা নিয়ে বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক মাঝে মধ্যে রেলপথে চোরাচালান প্রতিরোধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

(৩) রেলপথে বিনা টিকেটে ভ্রমণ ও বিনা বুকিং এ মালামাল পরিবহন এবং চোরাচালান প্রবনতা রোধকল্পে ইতোপূর্বে ট্রাফিক বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিতভাবে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হত। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সম(মাঃ প্রঃ-৪)-৮১/২০০৭-১৩৯৯; তারিখঃ ২৯-১০-২০০৭ ইং মোতাবেক এ ক্ষমতা রহিত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ট্রাফিক বিভাগের কর্মকর্তাদের অনুকূলে ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা প্রদান করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রেলওয়ের পক্ষ হতে রেলপথ মন্ত্রণালয়কে পত্রদ্বারা অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে জানানো হয় যে, The Code of Criminal Procedure 1898 এর ১০(৫) উপধারা এবং মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯ এর ২(২) উপধারা অনুযায়ি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যকোন ক্যাডারের কর্মকর্তার অনুকূলে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর ক্ষমতা অর্পনের সুযোগ নাই। বর্তমানে রেলওয়ে এলাকায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা হচ্ছে । মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিনা টিকেটে ট্রেন ভ্রমণ, ট্রেনের ছাদে/ইঞ্জিনে ভ্রমণ, ছিনতাই, মাদকসেবী, চোরাকারবারী, মাদক পাচারকারী ও টিকিট কালোবাজারী রোধকল্পে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

(৪) বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ট্রেনের নিয়মিতভাবে টিকেট চেকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) রেলওয়ের আইন, ১৯৮০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠণ করা হলোঃ

(ক) জনাব মুহাম্মদ আকবর হুসাইন, যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয় - আহবায়ক।

(খ) ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকা - সদস্য ।

(গ) পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে - সদস্য ।

কমিটির কার্যপরিধিঃ কমিটি আগামী ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে রেলওয়ে আইন, ১৯৮০ এর অপরাধের প্রতিকারের নিমিত্তে জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সংশোধনীর প্রস্তাবসহ প্রতিবেদন পেশ করবে।

(২) ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহন প্রতিরোধকল্পে আরএনবির সাথে সমন্বয় পূর্বক জিআরপির নজরদারি ও তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া ট্রেন চালকদের নিরাপত্তাসহ ট্রেনে চেইন টেনে ও হুইস পাইপ খুলে অনির্ধারিত স্থানে চোরাকারবারীরা যাতে ট্রেন থামাতে না পারে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ও জিআরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।

(৪) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের মাসিক টিকেট চেকিং ও আয়ের তথ্য একাউন্টস্ ও পরিবহন ডিপার্টমেন্টকে একই ছকে সমন্বিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ।
৪। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.১৭। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ অন্যান্য কার্যালয়ে প্রেরিত পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতি মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিতব্য পত্রসমূহ দেখে শুনে নির্ভুল তথ্যসহ পাঠাতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৮। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভিযোগ নিস্পত্তি।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী প্রতি কার্য দিবসে বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ বক্স খোলা হয় (১৮/০৩/২০১৫ পর্যন্ড়) কোন অভিযোগ বা চিঠিপত্র পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে রেলপথ মন্ত্রণায়ের অভিযোগ বক্স নিয়মিত খোলা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন একবার অভিযোগ বক্স চেক করবেন।

(২) প্রতি সভায় সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং এ সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি আলাদাভাবে সভায় উপস্থাপন করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৯। তথ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত পেপার কাটিং ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সকল পেপার কাটিংসমূহ সংশিণ্টষ্ট দপ্তরে প্রেরণপূর্বক প্রতিবেদনসহ জবাব প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। সংশিণ্টষ্ট দপ্তরসমূহ হতে প্রতিবেদন পাওয়ার পর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ

পেপার কাটিং এর নিউজের বিষয়ে গুরুত্ব অনুযায়ী দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধিক সংখ্যক পেপার কাটিং পেয়ে থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

(গ) বিবিধ

৪.২০। কে. পি. আই

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, এ বিষয়ে জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম) এবং ডিআইজি রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকাকে পত্র লেখা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের কে.পি.আই হিসেবে চিহ্নিত যে সকল স্থাপনা রয়েছে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

২। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ।

৪.২১। নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে ট্রেন পরিচালনা, কন্টেইনার পরিবহন ও অন্যান্য বিষয়।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, (১) সময়ানুবর্তিতার হার উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে সংশিণ্টষ্ট ডিআরএমগণের নেতৃত্বে বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে বিভাগীয় কন্ট্রোল অফিসে এবং অতিরিক্ত জিএম এর নেতৃত্বে অতিরিক্ত বিভাগীয় প্রধানগণের সমন্বয়ে জোনাল কন্ট্রোল অফিসে প্রতিদিন ট্রেন রানিং পর্যালোচনা করার জন্য কমিটি গঠন করা আছে। তা ছাড়া রেলভবনে যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন) কে আহ্বায়ক করে যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল) ও যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল) এর সমন্বয়ে ট্রেনের সময়নুবর্তিতার হার ৮৫% এ উন্নীত করার লক্ষে বিদ্যমান অবকাঠামো বিশেণ্টষণপূর্বক প্রতিবেদন পেশ করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। সময়নুবর্তিতার হার উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে।

(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) জানান, যৌথভাবে জ্বালানী তেল ও সারবাহী ট্রেন পরিচালনার বিষয়ে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ণ করে বাস্ড়বায়নের জন্য ক্রাশ প্রোগাম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) কন্টেইনার ট্রেন পরিচালনার জন্য মনিটরিং কমিটি গঠন করা আছে এবং কন্টেইনার ট্রেন পরিচালনা মনিটরিং অব্যাহত আছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) উভয় অঞ্চলের আন্তঃনগর ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার ৮৫% এ উন্নীত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) যৌথভাবে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক সার ও জ্বালানি পরিবহন নিশ্চিত করবেন।

(৩) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে কন্টেইনার পরিবহনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৪) যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৫) যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৬) যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.২২। জিআইবিআর ।

আলোচনাঃ

জিআইবিআর জানান যে, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধি করে এর সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামোসহ জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব অত্র দপ্তরের পত্র নং জিআইআর/মাসিক সভা/১৫(৪৮) তারিখ ২৯/০১/২০১৫ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করা হচ্ছে। পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে পরিদর্শন কর্মসূচী দেয়া হয়েছে। পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

(২) জিআইবিআর নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের হার বাড়াতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

(৩) জিআইবিআর কর্তৃক দাখিলকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদন-এর সুপারিশসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। সরকারী রেলওয়ে পরিদর্শক, রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তর।

৪.২৩। টাস্কফোর্সের কার্যক্রম ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, ট্রেনের ভিতর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সীট কভার, টয়লেট প্রতিনিয়ত পরিস্কার করা হচ্ছে। যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রায় ১৪৫০টি চেয়ার পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে গত ১১-০৩-২০১৫ তারিখে টিইসি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এসএসএই/টিএক্সআরগণকে আন্ড়ঙ্গনগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশনাসহ সম্মানিত যাত্রী সাধারণগণ যাতে স্বাচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। আন্ড়ঃনগর ট্রেন সমূহের চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত কাজ অব্যাহত রয়েছে।

ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে সংশিণ্ডষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রতিমাসে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এছাড়াও ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে ঘনঘন কর্মকর্তা/পরিদর্শকগণের সমন্বয়ে পরিদর্শন জোরদার করা হয়েছে। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে জরিমানা আরোপসহ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) টাস্ক ফোর্স নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

(২) টাস্কফোর্সের প্রদত্ত সুপারিশসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নে লক্ষ্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকের পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতা ও চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত এর বিষয়ে সাপ্তাহিক ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

(৪) ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে টাস্কফোর্স তাৎক্ষণিক পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদান করবে এবং এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে

(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস/আই/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৩) যুগ্ম-সচিব(ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
(৪) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৫) চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(৬) ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.২৪। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন (APA)ঃ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন (APA) এর বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের একটি চুক্তি হবে এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে উদ্যোগ নিবে।

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ মনসুর আলী সিকদার এনডিসি)
সচিব